মেহেরপুরে করোনা মোকাবেলায় ট্রাফিক পুলিশের অভিযান অব্যাহত

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সতর্কতা অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে।

বৃহস্পতিবার বিকালে জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড়ে।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল জানান, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি, যারা অযথা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে তাদের মামলা দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু অবৈধ যানবাহন আটক করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, যারা যথাযথ কাজের জন্য বাইরে এসেছে তাদেরকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং তাদেরকে বাসায় যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ২ মুজতবা ট্রাফিক সার্জেন্ট নাজমুল হোসেন ট্রাফিক টিএস আই মকবুল, উত্তম, ট্রাফিক এটিএসআই জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

নারায়নগঞ্জ থেকে পাঁচ দিনে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মানুষদের নিয়ে আতংকে আছেন চুয়াডাঙ্গার সচেতন মানুষরা। এদের মাধ্যমেই চুয়াডাঙ্গায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করছেন অনেকে। এ দুটি জেলা থেকে অনেকেই চুয়াডাঙ্গায় ফিরে ঘরে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন। তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩৯৭ জন। নতুন কেউ আক্রান্ত জেলা থেকে এলেই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, অতি সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে নারায়নগঞ্জ থেকে আসেন এক যুবক। এসেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার আত্মগোপনে থাকার কারণে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। পৌর এলাকার মুন্সীপাড়ার এক যুবকও নারায়নগঞ্জ থেকে এসে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে আছে। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা কাউকে কোনোক্রমেই ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হবে। কেউ গোপনে এসে থাকলে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

পানি সংকটে চুয়াডাঙ্গা পৌরবাসী

করোনা সংকটের মধ্যেই নিত্য প্রয়োজনীয় পানি নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বাসিন্দারা। পৌরসভার সরবরাহ করা পানি পাচ্ছে না অনেক পৌরবাসী। এতে দেখা দিয়েছে সীমাহীন দূর্ভোগ। খাওয়ার জন্যও পানি পাচ্ছেন না অনেকেই। অনেককে পাশের কারো বাড়ি থেকে টিউবওয়েলের পানি এনে প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা সূত্র জানায়, গত ১০ এপ্রিল মাস্টারপাড়ার পানির পাম্পটি পুড়ে যায়। এর পর থেকে পৌর এলাকার মাস্টারপাড়া, শেখপাড়া, বাজারপাড়া, মল্লিকপাড়া, ফেরীঘাট রোড প্রভৃতি এলাকার মানুষ প্রয়োজনীয় পানি পাচ্ছে না। অন্য এলাকার পাম্প থেকে এসব এলাকায় পানি সরবরাহ করতে গিয়ে পুুরো পৌরএলাকার মানুষ এখন পড়েছেন পানি সংকটে।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় রয়েছে ৯টি পানির পাম্প। এর মধ্যে গত ১০ এপ্রিল থেকে মাস্টারপাড়ার পানির পাম্পটি পুরোপুরি অকেজো। বাকি আটটি পাম্পের মধ্যে অন্য চারটিও প্রায় অচল। ফলে চারটি দিয়ে কোনোরকমে পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় সব এলাকাতেই পর্যাপ্ত পানি পৌছাচ্ছে না।

চুয়াডাঙ্গা মাস্টারপাড়ার গৃববধু আকলিমা খাতুন জানান, শুনেছি আমাদের পাড়ার পাম্পটি পুড়ে গেছে। সকালে খুব সামান্য পানি আসে। দুপুরে, বিকেলে ও রাতে পানি পাওয়া যায়না। আমরা খুবই পানির কস্টে আছি।

চুয়াডাঙ্গা শেখপাড়ার মাবুদ সরকার বলেন, বেশিরভাগ মানুষ পৌরসভার সরবরাহ করা পানি ফিল্টার করে পান করে থাকে। করোনা ভাইরাসের কারণে বলা হচ্ছে, ঘন ঘন সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। পানি না পেলে মানুষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে কি করে?

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী (পানি) এএসএম সাইদুর রশিদ জানান, ইদানিং বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ দেখা দিয়েছে। লো- ভোল্টেজের কারণে গত ১০ এপ্রিল মাস্টারপাড়ার পাম্পটি পুড়ে গেছে। করোনাভাইরাসের কারণে সবকিছু বন্ধ থাকায় তা মেরামতেও দেরি হচ্ছে। বাকি যে আটটি পাম্প রয়েছে তা লো-ভোল্টেজের কারণে চালানো যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা ওজোপাডিকোর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ ময়নুদ্দিন বলেন, ৩৩ কেভি বিদ্যুত পাওয়ার কথা। আমরা পাচ্ছি ২৫-২৬ কেভি। এতে লো-ভোল্টেজ হচ্ছে। এই সমস্যা আগে থেকেই রয়েছে।

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। আজ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল

সার্জন।

আজ বৃহস্পতিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে বুধবার পর্যন্ত রিপোর্ট এসেছিল ৮৪ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৬ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

খুলনায় সংগ্রহ করা নমুনা ত্রুটিপূর্ণ, বাতিল হলো ৩০০টি

সংগ্রহের প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় খুলনার বিভিন্ন উপজেলা ও বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে পরীক্ষার জন্য আসা অনেক নমুনাই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক নমুনা কোনো রকমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। খুলনা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে স্থাপিত করোনাভাইরাস পরীক্ষার ল্যাবের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, করোনাভাইরাস একটি নতুন ভাইরাস। এ কারণে যাঁরা নমুনা সংগ্রহ করছেন, তাঁদের সংগ্রহ পদ্ধতি হয়তো ভালোভাবে জানা নেই, তাই এ সমস্যা হচ্ছে। প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি নমুনাই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তবে সংগ্রহকারীদের সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়ার পর এখন সংগ্রহ করা নমুনা কিছুটা ভালো পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা বলছেন, প্রতিদিনই বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে। তবে সেসব নমুনার কোনোটিই সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়নি। সঠিক পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র ২০ শতাংশ। তবে যেভাবে নমুনা পাওয়া যাচ্ছে, তা দিয়েই পরীক্ষা কার্যক্রম চলছে। প্রথম দিকে অর্থাৎ ৬, ৭ ও ৮ এপ্রিলের পাওয়া বেশির ভাগ নমুনাই নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে তিন শর মতো নমুনা বাতিল করতে হয়েছে।

প্রথম আলোকে বলেন, প্রথম দিকে পাওয়া নমুনাগুলোর বেশির ভাগই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তবে ওই সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। নমুনা সংগ্রহকারীদের কয়েকবার অনলাইনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সূত্র-প্রথম আলো

করোনায় আক্রান্ত শুনে পালালেন, ধরা পড়ে এখন আইসোলেশনে

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন শুনে ঢাকায় আইসোলেশনে না থেকে পালিয়ে সুনামগঞ্জে বাড়িতে চলে যান এক যুবক। স্বাস্থ্য বিভাগ বিষয়টি জানতে পেরে গতকাল বুধবার রাতে তাঁকে আইসোলেশনে নিয়ে যায়।

সুনামগঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবক ঢাকায় একটি ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করেন। সম্প্রতি করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে তিনি নমুনা পরীক্ষা করেন। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) জানায়, তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাঁকে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই নির্দেশ দেয় তাঁর প্রতিষ্ঠানও। কিন্তু তিনি তা না মেনে ১৩ এপ্রিল ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় নিজ বাড়িতে চলে যান।

বাইরে থেকে একজন এসেছেন শুনে পরের দিন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন ওই যুবকের বাড়িতে যান। তখনো স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন জানতেন না যে ওই ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাই ১৪ দিন নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকার পরামর্শ দিয়ে তাঁরা চলে যান। কিন্তু গতকাল আইইডিসিআর থেকে জেলা সিভিল সার্জন মোহাম্মদ শামস উদ্দিনকে ওই ব্যক্তির নাম-ঠিকানা দিয়ে পুরো বিষয়টি জানানো হয়। সিভিল সার্জন জানান উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগকে। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন পুলিশ নিয়ে ওই বাড়িতে যান। এরপর বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে বিশ্বম্ভরপুর থেকে সুনামগঞ্জ শহরে নেওয়া হয়। গতকাল রাত সাড়ে নয়টায় তাঁকে ভর্তি

করা হয় সদর হাসপাতালের করোনো আইসোলেশন ওয়ার্ডে।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চৌধুরী জালাল উদ্দিন মুর্শেদ বলেন, ওই যুবক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য গোপন করেছেন।

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিষ্ণু প্রসাদ চন্দ বলেন, ওই যুবক একেক সময় একেক কথা বলছিলেন। তিনি স্বীকার করতেই রাজি নন যে তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। পরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) সঙ্গে তাঁর কথা বলিয়ে দিলে তিনি বিষয়টি স্বীকার করেন। ওই ব্যক্তি আবার যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন, সে জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ডের দায়িত্বরত ব্যক্তিদের সর্তক থাকতে বলা হয়েছে। সূত্র-প্রথম আলো

বিয়ের আসরে কনেকে রেখে পালাল বর

নোয়াখালীর সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে এক ছাত্রীর (১৫) বাল্যবিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের উপস্থিতি টের পেয়ে বিয়ের আসর থেকে কনেকে রেখে পালিয়ে যান বর। এ সময় জনসমাগম করার অপরাধে অর্থদণ্ড করা হয় কনের মাকে।

বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে মহতাপুর গ্রামের মৌলভীসাহেবের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. রুহুল আমিন ও আসাদুজ্জামান রনি।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় মহতাপুর গ্রামের বাসিন্দা ও নোয়াখালী মডেল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর
(১৫) বাড়িতে তার বিয়ের আয়োজন করা হয়। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ির পেছন দিয়ে দিয়ে বিয়ের আসর থেকে বর ও মেয়ের বাবা পালিয়ে যান। বিয়েবাড়িতে যত্রতত্র খাবার ও চেয়ার টেবিল পড়ে থাকতে দেখা যায়।

জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রনি জানান, বিয়ের আসর থেকে মেয়ের বাবা ও বর পালিয়ে যাওয়ায় তাদের আটক করা সম্ভব হয়নি।

তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ওই ছাত্রীর বয়স ১৮ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিয়ে দেবে না এ মর্মে তার মায়ের কাছ থেকে মুচলেকা নেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া বিয়ের আয়োজন করে লোকজনের সমাগম করার অপরাধে মেয়ের মাকে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

ত্রাণ দেওয়ার নামে দরিদ্র অসহায় মানুষের সাথে প্রতারণা করলেন ইবি প্রশাসন

ত্রাণ দেওয়ার নামে দরিদ্র অসহায় মানুষের সাথে প্রতারণা করলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) প্রশাসন।

জানা যায়, ক্যাম্পাসে থাকা বিভিন্ন ভ্যানচালক, বাদাম বিক্রেতা, শসা বিক্রেতা, ঝালমুড়ি, ফুচকা চটপটি বিক্রেতাসহ কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করবে বলে সারাদিন বসিয়ে রেখে ও খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে গাদাগাদি করে এমন খাদ্য সামগ্রী বিতরণের আয়োজনকে নেতিবাচক হিসেবে দেখছে অনেকেই।
গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখে সব মানুষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তারা।
তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে সারাদিন দাঁড়

করিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। আমরা গরীব অসহায় বলে আমাদের এভাবে দাঁড়িয়ে রাখাটা যেন তাদের কাছে আমাদের কাছে মানুষ বলে গণ্য করে না।

ঝালমুড়ি বিক্রেতা তাহাজ্জদ আলী, ডাব বিক্রেতা সোহেল মিয়া, শরবত বিক্রেতা মাজিদুলসহ আরও কয়েকজন জানান, আমাদের সকাল আটটার সময় ডেকে এনে দুপুর একটা পর্যন্ত কেউ কিছু খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা খুব কষ্ট পেয়েছি।

এদিকে অসহায় দরিদ্র দিনমজুরিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ হবে এমন খবর পেয়ে ক্যাম্পাসের আশপাশ এলাকার আরো কয়েকশ দরিদ্র ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ভিড় করে। তবে তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তারা খাদ্য সামগ্রী পাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের নির্দেশে তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এসব বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর পরেশ বর্মন এর সাথে কথা হলে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে না। তবে বিভিন্ন গ্রুপ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ না করে অর্থ সহায়তা দেওয়ার জন্য তালিকা করছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ হাজির না হলেও তাদেরকে বাড়িতে বাড়িতে অথবা বিকাশ একাউন্টে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এত লোক সমাগম কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ঢুকতে গিয়ে দেখেছি অনেক লোকজন ত্রাণ নিতে এসেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো ত্রাণ বিতরণ করছে না মর্মে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি।

ঘুমন্ত শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু,

শোক সইতে না পেরে মায়ের আত্মহত্যা

বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলায় মায়ের সঙ্গে ঘুমন্ত এক শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। সন্তান হারানোর শোক সহ্য করতে না পেরে ওই শিশুর মা বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

বুধবার ভোরে উপজেলার পোতা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্বজন ও প্রতিবেশীদের ধারণা, শাশুড়ির সঙ্গে পারিবারিক কলহের জেরে সন্তানকে হত্যার পর মা আত্মহত্যা করেছেন।

তবে পুলিশ বলছে, মায়ের শরীরের নিচে চাপা পড়ে শিশুটি শ্বাসরোধে মারা গেছে। এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মাও আত্মহত্যা করেন।

নিহতরা হলেন- নন্দীগ্রাম উপজেলার বুড়ইল ইউনিয়নের পোতা গ্রামের বিপ্লব বর্মণের স্ত্রী লিপি রানী বর্মণ (২৫) ও তার ছেলে বাপ্পী বর্মণ।

পুলিশ ও স্বজনরা জানান, ৫ বছর আগে লিপি রানীর বিয়ে হয় বিপ্লব বর্মণের। তাদের ঘর আলো করে আসে দুই বছর ১০ মাস বয়সী সন্তান বাপ্পী বর্মণ। বিপ্লব দুপচাঁচিয়া উপজেলার একটি চালকলে শ্রমিকের কাজ করেন। তিনি সেখানে থাকেন ও মাঝে মাঝে স্ত্রী সন্তানের খোঁজ নিতে বাড়ি আসেন।

করোনাভাইরাসের কারণে যানবাহন না থাকায় তিনি নিয়মিত বাড়িতে আসতে পারতেন না। স্ত্রী সন্তান ছাড়াও বাড়িতে বিপ্লবের বাবা, মা বসবাস করেন।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে লিপির চিৎকারে বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে যায়।

সবাই ঘরে এলে লিপি জানান, বাপ্পী মারা গেছে, তার বেঁচে থেকে লাভ নেই। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা মৃত শিশু বাপ্পীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে লিপি আড়ালে গিয়ে বিষপান করে আর্তনাদ করতে থাকেন। তখন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে বুধবার ভোর ৪টার দিকে লিপি রানী বর্মণ মারা যান।

লিপির ভাই আনন্দ বর্মণ অভিযোগ করেন, তার বোনকে শাশুড়ি পছন্দ

করতেন না। তাকে মানসিক নির্যাতন করা হতো। এ কারণেই লিপি ছেলেকে হত্যা করে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।

নন্দীগ্রাম থানার ওসি শওকত কবির জানান, স্বজন ও প্রতিবেশীদের অভিযোগ সঠিক নয়। ওই পরিবারে কোনো কলহ ছিল না।

ঘুমন্ত শিশু বাপ্পী মায়ের শরীরের নিচে চাপা পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে মারা গেছে। আর এ শোকে মা বিষপানে আত্মহত্যা করেন। এর পরও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে তাদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

মা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

‘হয় খেতে দেন, না হলে যেতে দেন’

ইতমধ্যে করোনার তিনটি উপাধি পেয়েছে নারায়ণগঞ্জ, করোনা রেডজোন, করোনা ক্লাস্টার ও করোনা এপি সেন্টার। পুরো জেলা এখন লকডাউন। জীবন বাঁচাতে মরিয়া সাধারণ মানুষ। প্রায় রাতের আঁধারে ট্রাক ভাড়া করে পালানোর টেষ্টা করেছিল নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লার প্রায় পাঁচ শতাধিক শ্রমিক। কিন্তু ফতুল্লা পুলিশ সেই শ্রমিকদের আটকে দিয়ে যানবাহন জব্দ করেছে।

এদিকে আটককৃতরা পুলিশের কাছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, “এহেনে আমগেহা কাছে ট্যাকা নাই, খাওন নাই। আমরা গ্রামে গেলে খ্যাতের সবজি ধান খাইয়া বাঁচতে পারমু। আমগো ছাইরা দেন, নাইলে খাওন দেন”।

মঙ্গলবার রাতের এ ঘটনায় বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষকে আটক করে নিজ বাড়িতে পৌছে দিয়েছে পুলিশ। জব্দ করা হয়েছে এলাকার ছেড়ে পালনোর জন্য ভাড়াকৃত তিনটি যানবাহন।
এ বিষয়ে মডেল থানার ওসি আসলাম হোসেন জানান, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় বাল্কহেড যোগে নদীপথে কিশোরগঞ্জ যাওয়ার পথে ফতুল্লার বুড়িগঙ্গা নদীতে ধাওয়া করে প্রায় ৭২ যাত্রীকে আটক করা হয়। পরে

যাত্রীরা যেখান থেকে এতে উঠেছিল, সেখানে পৌঁছে দেয়া হয়েছে এবং ট্রলার ও বাল্কহেড আটক করা হয়েছে।

ওসি আরো জানান, ওই রাতেই ফতুল্লার টাগারপার থেকে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হওয়া যাত্রী ভর্তি তিনটি পিকআপ আটক করা হয়। এতে প্রায় দেড় শতাধিক যাত্রী ছিল।

তিনি আরও জানান, এ রাতেই মাউরাপট্টি থেকে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে রওনা করা যাত্রী ভর্তি চারটি পিকআপ আটক করা হয়েছে। এসব পিকআপে প্রায় দুই শতাধিক যাত্রী ছিল।

ওসি জানান, ফতুল্লার পঞ্চবটী থেকে কিশোরাগঞ্জ যাওয়ার পথে সাইনবোর্ড এলাকায় প্রায় ৬০ যাত্রীসহ একটি ট্রাক আটক করা হয়। সব যাত্রী যেখান থেকে উঠেছিল, সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি গাড়িই থানা হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

আটককৃতদের মধ্যে গার্মেন্ট শ্রমিক সুরাইয়া বলেন, “হয় খাওন দেন, নাইলে যাইতে দেন, কি করমু, কাজকর্ম বন্ধ”।

পুলিশ জানায়, আটককৃতরা বেশিরভাগই রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও কুষ্টিয়া জেলার বাসিন্দা।

সূত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন